স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে

মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেছেন, সারা বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ তারেক রহমানের ধানের শীষে ভোট দিয়ে দেশপ্রেমিক সরকার গঠন করেছে। ভাইয়েরা, আমার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। স্বৈরাচারী দোসর ও একাত্তরের পরাজিত শক্তি আবার ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাসুদ অরুন বলেন, আমার এলাকা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এ অঞ্চলের মানুষ সবাই কৃষকের সন্তান। সরকার ইতিমধ্যে সারের বিপণন ব্যবস্থায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। যেখানে অভিযোগ আছে, অনিয়ম হয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কথা দিতে পারি, কৃষক এই মাস থেকেই ন্যায্য মূল্যে সার পাবে।

তিনি বলেন, “আমরা লড়াইয়ের জন্য রাজপথে থাকব। অনেক বন্ধু বলেন, ভাই, ৮ থেকে ৯ মাস হয়ে গেল, কিছুই তো পেলাম না। আমরা যারা জেল-জুলুম খেটেছি, রাজপথে লড়াই করেছি, তাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই সরকারকে অন্তত আমাদের দুই বছর সুযোগ দেওয়া উচিত। এখনই বলছেন, ত্যাগীরা কেন কিছু পায় না। ত্যাগ স্বীকার করেছি বলেই তো স্বৈরশাসনের হাত থেকে আমরা মুক্তি পেয়েছি। তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে পেরেছি। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সবার মূল্যায়ন হবে।”

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের প্রসঙ্গ তুলে মাসুদ অরুন বলেন, “দীর্ঘ সময় রাজপথে ছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আমরা রাজপথে আছি। আমরা বলেছি, মাসুদ অরুন পরাজিত হতে পারে, হয়তোবা ষড়যন্ত্রের কারণে। আলহামদুলিল্লাহ, তারেক রহমান এ দেশের প্রধানমন্ত্রী—এর চেয়ে বড় কিছু চাওয়া আমার নেই।”

মাসুদ অরুন বলেন, “আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব, জুলাইয়ের

গণঅভ্যুত্থানের চেতনাকে আমরা ধারণ করব। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষিত একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করি। ভাইয়েরা আমার, এই চেতনার সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না। এই চেতনাকে সামনে রেখে আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

নতুন বাংলাদেশ গঠন ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “নতুন একটি গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র এবং জনগণের গণতান্ত্রিক কল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে। তারেক রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে কেউ অপতৎপরতা চালালে আমরা আবারও রাজপথে নামব।”

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। এ সময় বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক হাসান আলী এবং মেহেরপুর পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওফেল আহমেদ রনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহসভাপতি বাবু সাবের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রোকন ও সাইদুর সুজন, সদর উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব বিপ্লব মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, পৌর যুবদলের সদস্যসচিব নওশেল আহমেদ রনিসহ জেলা যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

বক্তব্য শেষে শহরের কোর্ট চত্বর থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী মিছিল

মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে গণসংযোগ ও

মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক তৌফিক এলাহির নেতৃত্বে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পৌর কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। পাশাপাশি আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনকে বিজয়ী করার আহ্বান জানানো হয়।

এসময় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হাসনাত আফরোজ, সাইদ রফিক, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ রাব্বিসহ পৌর ও জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

মাসুদ অরুন, আমজাদ হোসেনসহ ২২ জন পেলেন ধানের শীষ

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন ও মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনসহ মোট ২২ জন প্রার্থীর হাতে ধানের শীষ প্রতীক তুলে দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে গতকাল সোমবার দুপুরে যশোর উপশহরের ক্রীড়া উদ্যানে আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন ও প্রতীক তুলে দেন।

সকাল থেকেই কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলা থেকে দলীয় প্রার্থীসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-

কর্মীরা মিছিল নিয়ে সমাবেশস্থলে আসতে শুরু করেন। বেলা ১২টার মধ্যেই জনসভাস্থল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সমাবেশে তারেক রহমান যশোরসহ এই সাত জেলার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন।

মনোনীত প্রার্থীরা হলেন, মাসুদ অরুন (মেহেরপুর-১), মো. আমজাদ হোসেন (মেহেরপুর-২); মো. নুরুজ্জামান লিটন (যশোর-১), মোছাঃ সাবিরা সুলতানা (যশোর-২), অনিন্দ্য ইসলাম অমিত (যশোর-৩), মতিয়ার রহমান ফারাজী (যশোর-৪), রশীদ আহমদ (যশোর-৫), মো. আবুল হোসেন আজাদ (যশোর-৬); রেজা আহমেদ (কুষ্টিয়া-১), রাগীব রউফ চৌধুরী (কুষ্টিয়া-২), মো. জাকির হোসেন সরকার (কুষ্টিয়া-৩), সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী (কুষ্টিয়া-৪); মো. শরীফুজ্জামান (চুয়াডাঙ্গা-১), মাহমুদ হাসান খান (চুয়াডাঙ্গা-২); মো. মনোয়ার হোসেন (মাগুরা-১), নিতাই রায় চৌধুরী (মাগুরা-২);

মো. আসাদুজ্জামান (ঝিনাইদহ-১), মো. আব্দুল মজিদ (ঝিনাইদহ-২), মোহাম্মদ মেহেদী হাসান (ঝিনাইদহ-৩), মো. রাশেদ খান (ঝিনাইদহ-৪); বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম (নড়াইল-১) ও এ. জেড. এম. ফরিদুজ্জামান (নড়াইল-২)।

বিএনপির নেতারা জানান, জনসভা শেষে তারেক রহমান হেলিকপ্টারযোগে ঢাকায় ফেরেন। এর আগে তিনি খুলনায় আরেকটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন।

মেহেরপুরের দুটি ওয়ার্ডে মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা

মেহেরপুরের ৫ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনী প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে এ দুই ওয়ার্ডে পৃথকভাবে এ প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৫ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত প্রচারণায় অংশ নেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শিমুল বিশ্বাসসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অপরদিকে, ২ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর ছাত্রদলের সভাপতি তৌফিক এলাহী, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ বিএনপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

প্রচারণাকালে নেতাকর্মীরা ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন এবং সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার

মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন মাসুদ অরুন

মেহেরপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছেন মাসুদ অরুন।

আজ বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র তুলে দেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর-১

আসনে মাসুদ অরুনকে মনোনীত করা হয়।

মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মেহেরপুর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। অনেক নেতা-কর্মী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেন। বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণের মধ্য দিয়ে মনোনয়নকে স্বাগত জানানো হয়।

স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার মাধ্যমে মেহেরপুর আসনে দলীয় কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। তৃণমূল পর্যায়ে গণসংযোগ ও সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরের কুলবাড়িয়াতে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়াতে গণসংযোগ করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। এসময় তিনি বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা সম্বলিত লিফেলেট বিতরণ করেন।

আমঝুপিতে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ ও পথসভা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরে গণসংযোগ ও পথসভা করেছে বিএনপি। গতকাল শনিবার বিকেলে সদর উপজেলার আমঝুপি বাজারে কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে গণসংযোগ ও পথসভা করা হয়।

আমঝুপি বাজার থেকে একটি মিছিল বের হয়ে বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে সেখানে পথসভা করা হয়। পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কেন্দ্রীয় বিএনপি’র নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, জেলা তাতি দলের সভাপতি আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু প্রমুখ। এ সময় সেখানে বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ধানের শীষে ভোট চেয়ে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

মুজিবনগর ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে জনগনকে উৎসাহিত করতে গনসংযোগ করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

বৃহস্পতিবার বিকালে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামে এ গনসংযোগ করেন তিনি।

গণসংযোগ এর উদ্দেশ্যে মাসুদ তরুণ দারিয়াপুর ইউনিয়নের পৌঁছালে দারিয়াপুর ইউনিয়নবাসী ও বিএনপি’র নেতাকর্মীবৃন্দ তাকে বরণ করে নেন এ সময় মাসুদ আরুনকে একনজর দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে নারী পুরুষ শিশু সহ অসংখ্য লোকের ভিড় জমে যায়। এ সময় তারা হাততালি দিয়ে মাসুদ আরুনকে শুভেচ্ছা জানান।

র্যালীর মধ্যে দিয়ে রাস্তায় চলমান সাধারন জনগনের সাথে কুশল বিনিময় করেন মাসুদ অরুন।

এ সময় সাধারন জনগনকে ধানের শীষে ভোট দিতে আহব্বান জানান তিনি।

গনসংযোগ শেষে নেতাকর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, ৫

আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশের জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সেই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা ছিলাম। গত এক বছর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের দল-বিএনপি সহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি তাদেরকে সহযোগিতা করেছে। বিএনপি কথা দিয়েছে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের স্বার্থে। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত দল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে যে দল এদেশের গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রগামী ছিল।সেই দল আগামী দিন ধানের শীষে যাকে মনোনয়ন দিবে আমরা তাকে বিজয়ী করব ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন এই মুহূর্তে প্রতিটা ভোটারের কাছে এবং বাড়িতে বাড়িতে যেতে হবে আমাদের মা বোনদের কাছে। প্রচার-প্রচারণা মিছিল মিটিং গনসংযোগ সব কিছুর মধ্য দিয়ে জনগণের সেই আস্থা অর্জন করতে চাই যে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে তারেক রহমানের ঘোষিত বিএনপি ঘোষিত ৩১দফা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে একটি নতুন বাংলাদেশ গঠন হবে।

নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে অনেক ষড়যন্ত্র হবে নির্বাচনকে বানচাল করার চেষ্টা চলবে আমরা পরিষ্কার বলছি ১৫ বছর হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ১৫ বছর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি অনেক রক্ত এবং জীবনের বিনিময়ে আজ এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সরকারের নির্ধারিত সময়ে যে নির্বাচন জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ এই সুযোগ যারা ছিনতাই করতে চায় আমরা তাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করব। আমরা রাজপথে আসি রাজপথে থাকবো।

গনসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, মেহেরপুর জেলা শ্রমিকদলের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ সভাপতি আজিমদ্দীন গাজী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী সহ বিএনপি, যুবদল, শ্রমিক দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল ও ছাত্রদলের বিপুল সংখ্যাক নেতা কর্মী।

মেহেরপুরে মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে বিএনপির গণমিছিল ও সমাবেশ

জুলাই-আগস্টের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়া এবং জনতার বিজয়কে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

গতকাল বুধবার বিকালে মিছিলটি শহরের পন্ডেরঘাট থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে কাথুলী সড়কে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলটির নেতৃত্ব দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। মিছিলে জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর বিশ^◌াস, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।